গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

এবং

মন্ত্রিপরিষদ সচিব-এর মধ্যে স্বাক্ষরিত

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

জুলাই ১, ২০১৫ - জুন ৩০, ২০১৬

মুদ্রণ তারিখ: বৃহস্পতিবার, সেপ্টেম্বর ১৭, ২০১৫

সূচিপত্র

মন্ত্রণালয়/বিভাগের কর্মসম্পাদনের সার্বিকচিত্র ৩

প্রস্তাবনা ৪

সেকশন ১: মন্ত্রণালয়/বিভাগের রূপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission), কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ এবং কার্যাবলি ৫

সেকশন ২: মন্ত্রণালয়/বিভাগের বিভিন্ন কার্যক্রমের চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব (Outcome/Impact) ৬

সেকশন ৩: কৌশলগত উদ্দেশ্য, অগ্রাধিকার, কার্যক্রম, কর্মসম্পাদন সূচক এবং লক্ষ্যমাত্রাসমূহ ৭

সংযোজনী ১: শব্দসংক্ষেপ (Acronyms) ১৪

সংযোজনী ২: কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ, বাস্তবায়নকারী দপ্তর/সংস্থাসমূহ এবং পরিমাপ পদ্ধতি ১৫

সংযোজনী ৩: কর্মসম্পাদন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের উপর নির্ভরশীলতা ১৭

মন্ত্রণালয়/বিভাগের কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র
(Overview of the Performance of the Ministry/Division)

সাম্প্রতিক অর্জন, চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

সাম্প্রতিক বছরসমূহের (৩ বছর) অর্জন:

বন্যার ক্ষয়ক্ষতি হতে দেশের আপামর জনসাধারণের জানমাল রক্ষা এবং দেশের খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালনের লক্ষ্যকে সামনে রেখে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় বন্যা নিয়ন্ত্রণ, বাঁধ নির্মাণ ও পুনঃনির্মাণ, নদী ভাঙ্গনরোধ, নদী ড্রেজিং, সেচ ব্যবস্থাপনা, নিষ্কাশন খাল খনন ও পুনঃখনন, নির্মিত বাঁধ ও নিষ্কাশন খালে প্রয়োজনীয় নিয়ন্ত্রক অবকাঠামো নির্মাণ, জলাবদ্ধতা দূরীকরণ ও ভূমি পুনরুদ্ধারকল্পে নিরলস কাজ করে চলেছে। গত ৩ (তিন) বছরের দেশের ৮.৪৫ লক্ষ হেক্টর এলাকায় সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ, ৬৫.৩৭ লক্ষ হেক্টর এলাকা বন্যামুক্তকরণ, দেশের দক্ষিণাঞ্চলের উপকূলীয় এলাকার ১৩.১৮ লক্ষ হেক্টর আবাদি জমি লবণাক্ততার ক্ষতি হতে রক্ষা করা হয়েছে। ৮৭০ কিলোমিটার নদীর তীর সংরক্ষণের ফলে দেশের বিভিন্ন উপজেলা, জেলা ও বিভাগের ভূখন্ড ও স্থাপনাসমূহ নদী ভাঙ্গণের হাত হতে রক্ষা করা হয়েছে। এছাড়া এ সময়ে ১৭৪.০৪ কিলোমিটার নদীর ড্রেজিং কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ:

ভূ-প্রাকৃতিক অবস্থান, জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব, পাহাড়ী ঢল ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে এ মন্ত্রণালয়ের ভৌত কাজ টেকসই করা কঠিন। শুষ্ক মৌসুমে উজানে পানি প্রবাহ বাধাগ্রস্ত হওয়ায় দক্ষিণাঞ্চলে লবণাক্ততা বৃদ্ধি পায়। তাছাড়া প্রকৃতিগতভাবে বাংলাদেশের নদীতে অধিক পরিমাণ পলি জমার কারণে নদীর তলদেশ ভরাট হয়ে নদীর পানি ধারণক্ষমতা হ্রাস পায়। ফলে বর্ষা মৌসুমে উজান থেকে অতিরিক্ত পানি প্রবাহের কারণে এ মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্মাণকৃত অবকাঠামোসমূহ হুমকির সম্মুখীন হয় ।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাঃ

দেশের দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বন্যামুক্তকরণ এলাকার কাভারেজ ১০০ ভাগ অর্থাৎ ১১৮ লক্ষ হেক্টর পর্যন্ত ও ১০.৬৪ লক্ষ হেক্টর সেচযোগ্য এলাকার সেচ সুবিধার আওতা ১০০ ভাগ অর্জনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নদী ভাঙ্গন প্রতিরোধ কার্যক্রম জোরদারকরণ, সেচ ব্যবস্থার সুষম, সমন্বিত ও টেকসই উন্নয়ন ও নদীর বেসিন ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বন্যা ঝুকি হ্রাস, শস্য নিবিড়তা বৃদ্ধি এবং লবনাক্ততার অনুপ্রবেশ রোধকরণ কার্যক্রমে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধনের প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছে। এছাড়া বুড়িগঙ্গা নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্পের মাধ্যমে বুড়িগঙ্গা নদীর নাব্যতা বৃদ্ধি এবং নদী দূষণরোধ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

২০১৫-১৬ অর্থবছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জনসমূহ:

- ৯২৮ কিঃমিঃ বাঁধ নির্মাণ/ পুনঃ নির্মাণ, ৭৬৫ কিঃমিঃ নিষ্কাশন খাল খনন/পুনঃখনন, ১৯৭টি পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ এবং ৯৫ কিঃমিঃ তীর সংরক্ষণের মাধ্যমে ০.৩৫৪ লক্ষ হেক্টর এলাকা বন্যামুক্ত করণ;
- পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা ও সেচ সুবিধা বৃদ্ধির জন্য ৯২ কিঃমিঃ সেচ খাল খনন/পুনঃখনন এবং ৩৯০টি সেচ অবকাঠামো নির্মাণ/পুনঃনির্মাণের মাধমে ৯৩৬৩ হেক্টর জমিতে অতিরিক্ত সেচ সুবিধা প্রদান;
- উপকূলীয় এলাকার বাঁধ নির্মাণ ও অবকাঠামো নির্মাণের ফলে প্রায় ১০০০০ হেক্টর জমিতে লবনাক্ততারোধ; এবং
- হাওর এলাকায় অবকাঠামো এবং বাঁধ নির্মাণের মাধ্যমে ২৪০ হেক্টর জমিতে আগাম বন্যা প্রতিরোধের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন।